Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২০ জানুয়ারি, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ৩ সংখ্যা ১৮ জানুয়ারি, ২০১৪ ৪ মাঘ, ১৪১৯

সি পি আই(এম) নেতা ক্ষুদিরাম মাজি-কে স্মরণ করলো গলসির মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি, ১৮ জানুয়ারি : আজ সি পি আই(এম) বুদবুদ-গলসি জোনাল কমিটির আহ্বানে সারদা বালিকা বিদ্যাপীঠ ময়দানে প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা ক্ষুদিরাম মাজির স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ ডিসেম্বর তাঁর জীবনাবসান ঘটে। স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সি পি আই(এম) নেতা বিনয় কোঙার, বর্ধমান জেলা সম্পাদক অমল হালদার, ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা মেহবুব মণ্ডল। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন সভার সভাপতি সৈয়দ হোসেন। সি পি আই(এম) নেতা মদন ঘোষ প্রেরিত শোকবার্তা পাঠ করেন আব্দার রাজ্জাক মণ্ডল। মদন ঘোষ তাঁর শোকবার্তায় ক্ষুদিরাম মাজিকে তাঁর শিক্ষক ও সহযোদ্ধা হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর ছাত্রজীবন ও পরবর্তীকালে পার্টি জীবনে ক্ষুদিরাম মাজির স্মৃতি ও অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

ছবি : দেবদাস ভট্টাচার্য

বিনয় কোঙার তাঁর বক্তব্যে বলেন, একদিকে সাম্প্রদায়িক শক্তি ও অন্যদিকে স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি মাথাচাড়া দিয়েছে। এ বিপদ রুখতে তিনি আন্দোলনের গণজোয়ার তৈরির আহ্বান জানান। সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট তৃণমূলের উত্থানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে তিনি বলেন, ম্যাড়া লড়ে খুঁটির জোরে। ওরা খুটির জোরে নির্বাচন করছে। হামলা করছে। মামলা করছে। আমার ৮০ বছরের স্ত্রী ও আমার বৌমাও আক্রান্ত হয়েছে। থানায় অভিযোগ করেও কাজ হয়নি। ওরা অভিযোগ করলো, পুলিশ অ্যাকশন নিলো। যারা মার খাচ্ছে তারাই গ্রেপ্তার হচ্ছে। হৃদরোগে ছাত্রের মৃত্যু হলো আর গ্রেপ্তার হল সি পি আই(এম) কর্মী।

প্রয়াত কৃষকনেতা হরেকৃষ্ণ কোঙারকে উদ্ধৃত করে অমল হালদার বলেন, যে মাল বাজারে অচল তার বিজ্ঞাপন একটু বেশি লাগে। বহু বিজ্ঞাপিত 'সততার প্রতীক' এখন 'সারদা'র প্রতীকে পরিণত। কেন সি বি আই তদন্তে বাধা দেওয়া হচ্ছে? সারের দাম, বীজের দাম, কীটনাশক, ডিজেল, বিদ্যুতের মাসুল বাড়ছে। কৃষি উপকরণের দাম বাড়ছে। কৃষকের উৎপাদিত ফসলের দাম বাড়ছে না। শস্যের ভাণ্ডার বর্ধমান জেলাতেই ৬৮ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন।

গলসির বিভিন্ন গ্রাম থেকে এত মানুষ এসেছিলেন যে বিদ্যালয়ের ময়দান ছাপিয়ে সমাবেশ উপচে পড়ে পার্শ্ববর্তী রাস্তায়। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সি পি আই(এম) নেতা অচিন্ত্য মল্লিক, রথীন, রায়, বীরেশ্বর মণ্ডল, গণেশ চৌধুরী, আইনুল হক প্রমুখ। প্রয়াত ক্ষুদিরাম মাজির স্ত্রী শান্তিবালা মাজি, প্রবীণ চিকিৎসক বিমলানন্দ চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

রানিগঞ্জে রবীন সেন-এর স্মরণসভার উদ্যোগ বানচালের চেষ্টা তৃণমূলের

প্রতিবাদে মিছিল ও ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১৬ জানুয়ারি : আগামী ১৯ জানুয়ারি স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রবাদপ্রতীম নেতা রবীন সেন-এর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে বল্লভপুর অঞ্চলে। স্মরণসভায় বক্তা হিসেবে সি আই টি ইউ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক

দীপক দাশগুপ্ত সহ রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিত থাকার কথা। সি পি আই(এম)-এর পক্ষ থেকে স্মরণসভাকে সফল করে তোলার জন্য চলছে নিবিড় প্রচার। ১৫ জানুয়ারি রবীন সেনের স্মরণসভার পোস্টার লাগাবার সময় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বাম কর্মী-নেতাদের আক্রমণ করে, তাদের মারধোর করে, পোস্টার ছিঁড়ে দেয়। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে, হুমকি দেয়— কোনো স্মরণসভা করা যাবে না। তৃণমূলিদের আক্রমণে সি পি আই(এম) নেতা আজাদী প্রসাদ, কমলাকান্ত পাল সহ কয়েকজন আহত হন। বল্লভপুর ফাঁড়িতে অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। এই সময়ের মধ্যে তৃণমূলি দুষ্কৃতীরা আজাদী প্রসাদের বাড়ি লক্ষ্য করে দুটি বোমা ছোড়ে ও পুলিশের উপস্থিতিতে বল্লভপুরে পার্টি অফিসের গেট ভাঙার চেষ্টা করতে থাকে।

এই জঘন্য ঘটনার খবর জড়িয়ে পড়তেই অসংখ্য মানুষ ও মহিলারা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে প্রতিবাদ দেখালে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। এরপরই পুলিশকে সক্রিয় হতে দেখা যায়। পুলিশ প্রতিবাদী নিরীহ মানুষের উপর লাঠিচার্জ করে এবং আজাদী প্রসাদ কমলাকান্ত পাল সহ দু'জন সি পি আই(এম) কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। যারা হামলাকারী তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপগ্রহণ না করে আক্রান্তদের গ্রেপ্তার করায় পুলিশের এই ভূমিকাতে হতবাক বল্লভপুর সহ সমগ্র রানিগঞ্জের মানুষ।

১৬ জানুয়ারি সি পি আই(এম) রানিগঞ্জ জোনাল কমিটির পক্ষ থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে পোস্টঅফিস ময়দান থেকে মিছিল করা হয় ও রানিগঞ্জ থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। স্মরণসভায় পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা থাকার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন রানিগঞ্জ পুলিশের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক।

সাজানো মামলায় সি পি আই(এম) নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ জানুয়ারি : আচমকা গ্রেপ্তার হলেন সি পি আই(এম) ভাতার জোনাল কমিটির সম্পাদক বামাচরণ ব্যানার্জী। উল্লেখ্য গত ৭ জানুয়ারি দীর্ঘদিন পর ভাতারের বনপাস-কামারপাড়া এলাকায় বিশাল মিছিল হয়। হাজার হাজার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখে ভয় পেয়েছে তৃণমূল নেতারা। স্থানীয় তৃণমূল নেতা জয়ন্ত হাটির নেতৃত্বে ওইদিন দুষ্কৃতী হামলাও হয় ওই মিছিলে। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ মিছিল থেকে মহিলারা দুষ্কৃতীদের তাড়া করলে তারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। ভাতার থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হলেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয় না। উল্টে শাসক দলের সাজানো মামলায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সি পি আই(এম) নেতাকেই গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ এদিন সি পি আই(এম) নেতা বামাচরণ ব্যানার্জিকে আদালতে নিয়ে এলে বর্ধমানের একাধিক আইনজীবী তাঁর পক্ষে সওয়াল করেন। বিচারপতি তাঁকে আগামী ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

এই যড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা করেছেন সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা সম্পাদক অমল হালদার। তিনি তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়ে বলেছেন, বামাচরণ ব্যানার্জীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বলগনা, ওড়গ্রাম, নাসিগ্রাম, আমারুণ সহ বহু গ্রামে এদিন শাসকদল এবং পুলিশের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে মিছিল হয়েছে। মানুষ তৃণমূলের এক তরফা অত্যাচার সন্ত্রাস আর মুখ বুজে সহ্য করছেন না। তাই শাসক দল ভয় পেয়ে এই সব কাণ্ড ঘটাচ্ছে।

৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিগেড সমাবেশে যোগদানের আহ্বানে মিছিল বর্ধমানে

১৩ দফা দাবির ভিত্তিতে ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে এক সমাবেশের ডাক দিয়েছে রাজ্য বামফ্রন্ট। সেই সভাকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে ১৮ জানুয়ারি বর্ধমানে সি পি আই(এম) -এর মিছিল।

উপাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলায় অপসারিত আধিকারিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৭ জানুয়ারি : মা-মাটি-মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে-ই কথা বলেছে তাকেই শুনতে হয়েছে হয় মাওবাদী, নয়তো সি পি এম। সেই সরকারের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বেচ্ছাচারিতা চালাবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কথা নয়। এমনই এক স্বেচ্ছাচারিতার কোপে পড়তে হয়েছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গোস্বামীকে। উপাচার্যের বিরুদ্ধে ঐ বিভাগের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ তুলে অপসারিত হতে হল তাঁকে।

জ্যোতির্ময় গোস্বামীর অভিযোগ প্রত্যেক বছর গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এন এস এস বিভাগকে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয় বিভিন্ন গ্রাম উন্নয়ন সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য। কিন্তু সেই টাকার সবটা এন এস এস বিভাগকে দেওয়া হচ্ছে না। বছরে ২০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে। বারে বারে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে এই বিষয়ে জানানো সত্ত্বেও তিনি তদন্ত বা বিষয়টি নিয়ে কোনো উদ্যোগ নেননি। যদি সব টাকা এন এস এস বিভাগকে দেওয়া হয় তাহলে প্রচুর সামাজিক কাজ করার পাশাপাশি কার্যত গ্রামকে নতুন করে সাজানো যাবে। অন্যদিকে তিনি দাবি করেন গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের ওই টাকায় গাড়ির তেল ভরা হচ্ছে। উপাচার্য ১৭ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি গাড়ি কিনেছেন। সব বিষয়টিই তদন্ত হওয়া উচিত। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকেও লিখিতভাবে বিষয়টি তিনি জানিয়েছেন। তিনি উপাচার্য স্মৃতিকুমার সরকারের পদত্যাগও দাবি করেন।

এই বিষয়ে উপাচার্যের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। কিন্তু জ্যোতির্ময় গোস্বামীকে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করা হয়ে গেছে।

বর্ধমানকে শোকার্ত করে চলে গেলেন সমীরণ চৌধুরী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ জানুয়ারি : বর্ধমান বইমেলার প্রাণ পুরুষ, বিশিষ্ট সাংবাদিক সমীরণ চৌধুরী আর নেই। ১২ জানুয়ারি রাতে বর্ধমানের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে দুরারোগ্য ক্যান্সার ও অ্যালজাইমার রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি রেখে গেছেন তাঁর সহধর্মিণী সুনন্দা চৌধুরী সহ গুণমুগ্ধদের। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সি পি আই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ। এদিন সকালে তাঁর মরদেহ প্রথমে তাঁর তিনকোনিয়া স্থিত বাসভবনে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান তাঁর আত্মীয় পরিজন বন্ধু-বান্ধব, সাহিত্যানুরাগীরা। এর পর উদয় সংঘে কিছুক্ষণ শায়িত রাখা হয়। সেখানে শ্রদ্ধা জানান বর্ধমান বইমেলা কমিটির সভাপতি শ্যামা প্রসাদ কুণ্ডু, বর্ধমানের প্রাক্তন পুরপতি আইনুল হক সহ ক্লাবের সদস্যবৃন্দ। এরপর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়, উদয় অভিযান দপ্তরের সামনে, সেখান থেকে বর্ধমান কোর্টে কম্পাউণ্ডে গঙ্গকিশোর প্রেস কর্ণারে।

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

১৮ জানুয়ারি, ২০১৪

সংবাদ-দমন

'নবান্ন' এখন তৃণমূল সরকারের নতুন রাজনৈতিক ভোজনশালা। অতিভোজনের গোপন মেনু ফাঁস হলে কেলেঙ্কারি ঘটে যেতে পারে। তাই জারি হচ্ছে একের পর এক নিষেধের ফরমান। নবান্নে সরকারি কর্মচারীদের অবস্থান, বিক্ষোভ ইত্যাদি নিষিদ্ধ হয়েছে। এবার নিষিদ্ধ হলো সংবাদিকদের প্রবেশাধিকারও। সরকারের রান্না করা সংবাদের খাবার পরিবেশনের কথা সাংবাদিকদের আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান সচিব। সাংবাদিকদের নিজস্ব উদ্যোগে আর নবান্ন-সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে না, সরকারের তরফ থেকেই সংবাদ পরিবেশন করা হবে। সেই সিদ্ধান্তরই এবার সম্প্রসারণ ঘটলো নবান্নে সাংবাদিকদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের ফরমানে। আগাম অনুমতি, নীল কার্ড, সাদা কার্ড ইত্যাকার সব নির্দেশ জারি হয়েছে। সংবাদিকদের স্বাধীন ভাবে সংবাদ সংগ্রহের প্রয়াস নাকি ভি আই পি-দের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করতে পারে। আসলে, ভি আই পি-দের মুখ থেকে যাতে অস্বস্তিকর কোনো সংবাদ সাংবাদিকদের হাতে পৌঁছে না যায়, এই ফরমানের মাধ্যমে তাকেও সুনিশ্চিত করা হলো। লক্ষ্য একটাই, সরকারি অপদার্থতা ও কেলেংকারির ধারাভাষ্য আর যাতে প্রলম্বিত হতে না পারে।

এই সাধারণ নিষেধাজ্ঞার আড়ালে আরও যা লুকিয়ে আছে তা হলো বিশেষ বিশেষ তাবেদার সংবাদ-মাধ্যমের সাংবাদিকদের বিশেষ অধিকার দানের কৌশলটি। চিটফাণ্ড পরিচালিত বশংবদ সংবাদিকতার সওয়ার হয়েই এই সরাকর ক্ষমতায় এসেছে। তাই ক্ষমতার আসনে বসেই সরকারি গ্রন্থাগারের সংবাদপত্র তালিকায় শুধু তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, নির্লজ্জভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে বিন্দুমাত্র সমালোচনা করে এমন সংবাদপত্রগুলিকে। সরকারি বিজ্ঞাপন থেকেও তাদের বঞ্চিত রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে তাদের সরাসরি ধমক দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। অন্যদিকে সরকারি প্রসাদে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলা হচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু চাটুকার সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলকে। প্রসাদলোভে কেউ কেউ সমালোচনা ছেড়ে চাটুকারের বৃত্তি গ্রহণেও কুণ্ঠিত হচ্ছে না।

মানতেই হবে, তৃণমূল সরকারের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সংবাদ-মাধ্যমের গুরুত্বটা বোঝেন। কিন্তু যেটা বুঝতে চাইছেন না তা হলো কোনো ক্যানিউটই নিষেধের আঙুল তুলে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসকে স্তব্ধ করতে পারেন না। হিটলার-মুসোলিনির মার্কা-মারা পথ ধরে বেশ কিছুদূর দাপিয়ে চলা গেলেও, তার শেষ পরিণতি কিন্তু অতি করুণ। ক্ষমতা মদোন্মত্ততা ও অতি-দাম্ভিকতা ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষা নিতে অপারগ।

নতুন চিঠি'র মাসিক সাহিত্যসভা

১৮ জানুয়ারি সঞ্চার ভবনে সাহিত্য সভার বিষয় ছিল গল্পপাঠ। পাঠ করলেন নবীন ও প্রবীণ গল্পকারেরা। সভাপতিত্ব করেন কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়। সঞ্চালনা করেন অরুণ মজুমদার।

এক ডজন প্রশ্ন

১. সারা ভারত কৃষকসভা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? যুগ্ম আহ্বায়ক কে কে হন?
২. নেপালে কবে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে?
৩. বিশ্বধর্মদিবস কবে পালিত হয়?
৪. 'সমঝোতা এক্সপ্রেস' ট্রেন কোন কোন দেশের মধ্যে কবে থেকে চালু হয়?
৫. কুখ্যাত কুকা হত্যা (৪৯ জন কুকা সদস্যকে হত্যা) কোথায় কবে কীভাবে ঘটেছিল?
৬. ব্রিটিশ সরকারের নজরবন্দী অবস্থায় সুভাষচন্দ্র বসু কবে অন্তর্ধান করেন?
৭. জার্মানি দেশ কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৮. হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ কে কবে আবিষ্কার করেন?
৯. চাণক্য সেন কোন প্রাবন্ধিকের ছদ্মনাম? তিনি কবে প্রয়াত হন?
১০. 'দিল্লির পার্লামেন্ট হাউস'-এর কবে কে উদ্বোধন করেন?
১১. দিল্লির পার্লামেন্ট হাউস-এর স্থপতি কে কে ছিলেন? তখন কত খরচ হয়েছিল?
১২. 'অনিলা দেবী' কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম? তিনি কবে প্রয়াত হন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

এখনো বাতাসে ভাসে ভয়ঙ্কর বারুদের গন্ধ

বৈশম্পায়ন উবাচ

চিরন্তন বাচস্পতি

মকর স্নান এবং উত্তরায়ণ উপলক্ষে গঙ্গাসাগরে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হইয়াছিল। মহর্ষি বৈশম্পায়ন কহিলেন— ধর্মীয় ভাবাবেগ এই দেশের অগণিত মানুষকে কীভাবে প্রভাবিত করে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ— গঙ্গাসাগর, কুম্ভমেলা, জয়দেব-কেঁদুলি এবং অপরাপর তীর্থসমূহে ব্যাপক জনসমাগম। পাপ-পুণ্য, লোকাচার এবং ঐতিহ্যের সহিত সম্পর্ক-বিবর্জিত নানা ধারণার বশীভূত হইয়া দুর্বার জলস্রোতের ন্যায় যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সাধু-সন্ত, ভণ্ড কপটাচারী সকলেই যাত্রা করিতেছে। নিরীহ জনগণ যাহারা নিরন্তর অন্নবস্ত্র বাসস্থানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া নিয়তি এবং ভাগ্যের উপর আস্থাশীল, তাহারা তীর্থদর্শন এবং পুণ্যস্নানের মধ্য দিয়া পরজন্মের সুকৃতির জন্য যাত্রা করিতেছে। হে সঞ্জয়, আমরা অনেকেই দূরদর্শনে এই সকল দৃশ্য এবং বাতীর কথা জানিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের দেশ যে অধুনা শোচনীয় দুর্দশাগ্রস্ত, তাহার বিবরণ জানিতে উৎসুক হইয়া আছি।

সঞ্জয় কহিলেন— হে মহাত্মন্, আমাদিগের পরমপ্রিয় স্বদেশ রসাতলে যাইতেছে। সম্প্রতি বঙ্গপ্রদেশে বার্তাজীবীগণের উপর ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হইয়াছে। আমি এই বিষয়ে বঙ্গপ্রদেশের বার্তাবাহককে সমস্ত বিবরণ উপস্থাপিত করার অনুরোধ জানাই।

বঙ্গদেশীয় বার্তাবাহক কহিলেন— বোধকরি, গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যমের আর কোনও স্বাধীনতা রহিল না। এই দেশে বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে যেরূপ অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করিয়া এক নিকৃষ্ট ধরনের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বর্তমান পরিস্থিতি তদপেক্ষা ভয়ঙ্কর। ভুক্তভোগী জনৈক সাংবাদিক তাঁহার তৎকালীন দুরবস্থার কথা জানাইলেন। স্বৈরশাসনের বিরোধিতা করায় তাঁহার অশেষ লাঞ্ছনা, কারাবাস সহ্য করিতে হয়। এতদ্ব্যতিরেকে অনেকগুলি সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। প্রেস সেন্সরশিপের নামে মনীষীবৃন্দের বাণী সম্বলিত অনেক উদ্ধৃতি, কবিতা, সঙ্গীত, নাট্যাভিনয়কে নিষিদ্ধ করিয়া তৎকালে জরুরি অবস্থার জয়ঢাক বাজানো হইয়াছিল। বঙ্গীয় বার্তাবাহক পুনরায় কহিলেন— এই প্রদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে নির্বাচনের নামে যেরূপ প্রহসন চলিতেছে, তাহা হিটলারের নাৎসি জমানার ইতিহাসকেও ম্লান করিয়া দিয়াছে।

সঞ্জয় কহিলেন— মিথ্যাচার এবং নারী-লাঞ্ছনায় বঙ্গপ্রদেশ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এই সকল সংবাদ আর পরিবেশন করা যাইবেক না। নিদারুণ সংকটাপন্ন এই সংবাদমাধ্যম।

চাণক্য কহিলেন— শুনিতেছি বর্তমান বঙ্গীয় প্রশাসন ব্যাপক ঋণ করিয়া উৎসব-মেলা-দীয়তাং ভুজ্যতাং করিতেছে। প্রসঙ্গক্রমে চার্বাকের কথা স্মরণ পথে জাগিতেছে— 'যাবৎ জীবেৎ, সুখম্ জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' অর্থাৎ বঙ্গীয় অর্থনীতির বেহাল অবস্থা করিয়া লোকরঞ্জনী মায়ায় সকলেই যাহাতে আচ্ছন্ন হয়, তাহারই পরিচর্যা চলিতেছে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন— সে যাহাই হউক, দুর্যোধন-দুঃশাসনের অপেক্ষাও নিম্নস্তরের দুষ্কৃতীরা অধুনা বঙ্গীয় জনজীবন এবং ঐতিহ্যকে যেরূপ বিপন্ন করিতেছে, তাহাতে আমরা নীরব থাকিতে পারি না।

সঞ্জয় পুনরায় কহিলেন— কিন্তু, দস্যু-বর্বরদিগের অত্যাচার হইতে তথাকার জনমণ্ডলীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সর্বাগ্রে প্রয়োজন—যথাযথ সত্য ঘটনার সম্প্রচার। সংবাদ মাধ্যমের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন এবং মুদ্রণ ব্যবস্থার যে সমস্ত চ্যানেল ও পত্রপত্রিকা রহিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই শাসকগোষ্ঠীর অনুগৃহীত। কখনও ভীতি প্রদর্শন করিয়া, কখনও বা অঢেল অর্থাদি উপার্জনের সুযোগ দিয়া শাসকগোষ্ঠী সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে পদলেহী করিয়া রাখিয়াছে। এমতাবস্থায়, সত্যসন্ধ সংবাদ প্রচারকগণ নানারূপে লাঞ্ছিত ও রক্তাক্ত হইতেছেন। তদুপরি, প্রাদেশিক সরকারের নূতন ভবনে সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের স্বাধীনতা হরণ করা হইতেছে। মন্ত্রী সান্ত্রী সচিব—তাঁহারা কার্যত সাংবাদিকগণের সহিত অতঃপর সুখ-দুঃখের কথাও উচ্চারণ করিতে পারিবেন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন—জনৈক কবির একটি চতুর্দশপদী কবিতার কথা মনে পড়িতেছে—

এখনো বাতাসে ভাসে ভয়ঙ্কর বারুদের গন্ধ
মধ্যরাতে ভেসে আসে ঘুমভাঙা পাখিদের ডাক
খান খান হয়ে যায় স্তব্ধ রাত উৎকণ্ঠায় কাটে
কোথাও প্রশান্তি নেই চারিদিক নিস্তব্ধ অবাক।

('দিবা স্বপ্ন দেখে সূর্য' কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়)

সঞ্জয় কহিলেন—এই কবিতাতেই যে সকল বার্তা রহিয়াছে, তাহা আমি পাঠ করিতেছি। দেখিবেন বঙ্গীয় পরিস্থিতির বর্তমান দুর্দশার কথা কবি যেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টার ন্যায় উপলব্ধি করিয়াছেন—

খবরের শিরোনামে বারংবার বেজে ওঠে ঢাক
প্রচারে নাচন লাগে ব্যবসায়ী মিডিয়ায় দ্রুত
সত্যকে মিথ্যা বানায় অহরহ বিবেক বর্জনে
লজ্জা নেই এতটুকু অর্থ লোভে জীবন বিচ্যুত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন— হে পরম শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য, এই কবিতার অবশিষ্টাংশ অনুক্ত থাকুক। ভবিষ্যতে নব্য-মহাভারতীয় সংগ্রামে যাহাতে জনগণ মোহমুক্ত হইয়া সত্যের অনুসন্ধানপূর্বক অগ্রসর হইতে পারে, তাহারই আয়োজন করিবার প্রস্তাব পেশ করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন— তথাস্তু, বার্তাবাহকগণ শেষ পর্যন্ত সংগঠিত হইয়া বঙ্গপ্রদেশের যে দুরপনেয় স্বৈরাচারী শাসনের লজ্জা, তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন—এই প্রত্যয় ঘোষণা করিতেছি।

পরিশেষে মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের প্রয়াণের কথা সম্প্রচারিত হইলে, সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শোক এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন।

নবাবহাটে ছাত্রী ধর্ষণ ও খুনের রিপোর্ট চাইলো হাইকোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ জানুয়ারি : নবাবহাটে ছাত্রী ধর্ষণ এবং খুন সংক্রান্ত মামলায় সি আই ডি তদন্তের রিপোর্ট দেখতে চেয়েছে হাইকোর্ট। আগামী ২০ জানুয়ারির মধ্যে এই রিপোর্ট জমা দেবার কথা। ওইদিন আবার মামলার শুনানি হবে। আদালত সূত্রে এদিন জানা যায়—নবাবহাটের দিঘীরপাড়ে সংঘটিত এই মামলায় তদন্তের কাজে কোনও অগ্রগতি হয়নি। মামলায় অভিযুক্তদের অধিকাংশই ধরা পড়েছে। ৭৭ দিন হয়ে গেলেও এখনও চার্জশিট হয়নি। মৃতা ছাত্রীর মা রীনা খানের অভিযোগ, বিডিও এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত সভাপতি ক্ষতিপূরণের জন্য চাকরি এবং আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি সেই সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো ফল না হওয়ায় তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করে জানান পুলিশ এই মামলায় কোনো তদন্ত করছে না। ফলে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হয়ে সি বি আই তদন্ত চাইছেন। এদিন কলকাতা হাইকোর্টে আবেদনকারীর পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য, রবিশঙ্কর চ্যাটার্জী, উদয় চ্যাটার্জী, ইমতিয়াজ আহমেদ।

গলসিতে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৮ জানুয়ারি : বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাব একাদশ এবং গলসি-২ বিডিও একাদশ - এর মধ্যে একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হল গলসি ফুটবল মাঠে। প্রীতি ম্যাচে জয়ী হয় গলসি-২ বিডিও একাদশ। প্রথমে নির্ধারিত ১৬ ওভারে জেলা প্রেস ক্লাব একাদশ ৭৫ রান সংগ্রহ করে। গলসি-২ বিডিও একাদশ মাত্র এক উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ৭৬ রান তুলে নেয়। প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু।

মেমারিতে বইমেলা নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, পদত্যাগ সম্পাদকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ জানুয়ারি : মেমারির বইমেলাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের অন্তর্কলহ প্রকাশ্যে এসে পড়লো। তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে বইমেলা কমিটির সম্পাদক পদ থেকে ইস্তফা দিলেন স্বপন ঘোষাল। স্বপন ঘোষাল মেমারি পুরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার। স্বপন ঘোষাল জানান, মেমারি পুরসভায় তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর এই নিয়ে চতুর্থবার বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে বইমেলা কমিটির সম্পাদক নির্বাচন করা হয়। পুরসভার পুরপতি স্বপন বিষয়ী কার্যকরী সভাপতি মনোনীত হন। তিনি বইমেলা কমিটির সম্পাদক হলেও কার্যত তাঁকে বাদ দিয়ে স্বপন বিষয়ী পুরপতি নিজেই সব কিছু করছেন। বইমেলার আমন্ত্রণপত্রে তাঁর নাম পর্যন্ত ছাপানো হয়নি। এছাড়া বইমেলার আমন্ত্রণপত্রে জাতীয় পতাকার অবমাননা করা হয়েছে। এইসব কারণেই তিনি পদত্যাগ করেছেন মেমারি বইমেলা কমিটি থেকে। তবে এই বিষয়ে মেমারি পুরসভার পুরপতি স্বপন বিষয়ী কিছু বলতে অস্বীকার করেন।

সার্ধশতবর্ষে একটি মোমবাতিও জ্বলেনি বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটায়

বিশেষ সংবাদদাতা, কালনা : সার্ধশতবর্ষে যখন রাজ্য জুড়ে রাজ্য সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে চলছে বিবেকমেলা বা চেতনা উৎসব তখন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটা কালনার দত্ত দ্বারিয়াটন চরম অবহেলার শিকার। কালনা এলাকার মানুষের দাবি বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটা সংরক্ষণ করা হোক। গড়ে তোলা হোক পর্যটন কেন্দ্র।

কালনা মহকুমা ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব চর্চা কেন্দ্রের সভাপতি সিদ্ধেশ্বর আচার্যের কণ্ঠে একরাশ আনুযোগ— আমরা দীর্ঘদিন স্বামীজির পৈতৃক ভিটে সংরক্ষণ করার দাবি জানিয়ে এসেছি। এ ব্যবপারে পূর্বতন পর্যটন মন্ত্রী রচপাল সিং ও স্থানীয় বিধায়কের কাছে বার বার দরবার করা হয়েছে। ২০১২ সালের ১২ জানুয়ারি দত্ত দ্বারিয়াটনে আটফুটের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তির আচরণ উন্মোচন কনের রামকৃষ্ণ আশ্রমের মুক্তানন্দজী মহারাজ এবং বেদীর ফলক উন্মুক্ত করেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুণ্ডু। রাজ্যের হেরিটেজ কমিশনকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। কিন্তু এবার বিবেকানন্দের জন্মদিনে তাঁর পিতৃক ভিটাতে সরকারি উদ্যোগে একটি মোমবাতিও জ্বালানো হয়নি।

শ্রী আচার্য জানিয়েছেন, অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিয়ে এলাকার একটি মূল্যবান পুরাতত্ত্ব বিলীন হয়ে যাবে।

শ্রদ্ধায় স্মরণ স্বামী বিবেকানন্দকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ জানুয়ারি : শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের ১৫১ তম জন্মদিবস পালিত হয় বর্ধমানে। আজ সকালে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বিবেক চেতনা রান 'রান ফর পিস' নামে ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়। বর্ধমান সার্কিট হাউস থেকে পুলিশ লাইন পর্যন্ত দৌড়ের প্রথম তিনজন পুরুষ ও মহিলাদের পুরস্কৃত করা হয়। দৌড়ে অংশ নেন পুলিশ সুপার এস এম এইচ মির্জা, এস ডি পি ও অম্লান কুসুম ঘোষ, আর আই কুমার জিৎ ত্রিবেদী, বিশিষ্ট সমাজসেবী সাবা মির্জা, বর্ধমান থানার আই সি দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। পরে পুলিশ লাইনে স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করেন পুলিশ সুপার এস এম এইচ মির্জা। এছাড়াও এদিন জেলার নানাপ্রান্তে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

আশ্বাসের পর আশ্বাস তবু রাস্তা হলো না কাদিপুর ঘাটে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ জানুয়ারি : এলাকার জন সাধারণের উদ্যোগে নদীর উপর নির্মিত বাঁশের সেতু লিজ দিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির লক্ষ লক্ষ টাকা আয়। আর সেতুর দুপাড়ে সামান্য রাস্তা নির্মাণের দাবি উঠলে শুধু আশ্বাস আর আশ্বাস। এক ঝুড়ি মাটিও পড়েনি। ঘটনাটি ঘটেছে কালনা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত কাঁকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কাদিপুর ঘাটে।

কালনা ও পূর্বস্থলী থানার সীমানা বরাবর পশ্চিম-পূর্বমুখী হয়ে বয়ে চলেছে খড়ি নদী। এই নদীর উত্তর পাড়ে পূর্বস্থলী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির নাদনঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত এবং দক্ষিণ পাড়ে কালনা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির কাঁকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত। দুটি পঞ্চায়েত এলাকার ৪০/৫০ টি গ্রামের মানুষ নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য খড়িনদীর উপর একটি বাঁশের সেতু গড়ে তোলেন। সম্পূর্ণ গ্রামবাসীদের উদ্যোগে সেতুটি নির্মিত হলেও নজর পড়ে তৃণমূল পরিচালিত কালনা-১নং পঞ্চায়েত সমিতির। এই পঞ্চায়েত সমিতি বাঁশের সেতুটি লিজ দিতে শুরু করে। লিজের লক্ষ লক্ষ টাকা পঞ্চায়েত সমিতি আয় করলেও বাঁশের সেতু সংস্কার বা সেতুর দুই পাড়ে রাস্তা নির্মাণের দায়িত্ব নেয়নি বলে অভিযোগ। এবছরও কালনা-১নং পঞ্চায়েত সমিতি এক বছরের লিজের এক লক্ষ এগারো হাজার টাকা আদায় করেছে।

গ্রামবাসীরা প্রতি বছরের মতো এবারও বাঁশের সেতুটি সংস্কার করে নিয়েছে। তাদের একটাই দাবি, বাঁশের সেতুর দু'পাড়ের রাস্তাটুকু পঞ্চায়েত সমিতি করে দিক। লিজের টাকা নেওয়ার সময় কালনা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দু'জনই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এক মাসের মধ্যে রাস্তা নির্মাণ করা হবে। বাঁশের সেতুর লিজ প্রাপক কাদের সাহানীর অভিযাগ, সেই প্রতিশ্রুতির একবছরের মধ্যেও এক ঝুড়ি মাটি পড়েনি রাস্তায়। অথচ প্রতিদিন খারাপ রাস্তার জন্য দুর্ঘটনা ঘটছে।

জাল নোটের কারবারীদের অস্ত্র সহ ধরলো গলসি পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৬ জানুয়ারি : গলসি থানার কুলগোরিয়া চটির একটি হোটেল থেকে চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে জাল নোট, সোনার মুদ্রা ও অস্ত্র উদ্ধার হয়। জেলা পুলিশ সুপার এস এম এইচ মির্জা সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বেশ কিছুদিন ধরেই গলসি এলাকায় জাল নোট ও মুদ্রা কারবারের কথা শোনা যাচ্ছিল। পুলিশ খবর পেয়েই বিষয়টিতে নজর রাখে। আজ গলসি থানার ওসি দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ওই হোটেলটি ঘিরে চারজনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সুপার বলেছেন, ধৃতদের মধ্যে একজন গলসি থানার ও বাকি তিনজন বর্ধমান থানার বাসিন্দা। ধৃতরা হল গলসির সেখ মোকারাম হোসেন, বর্ধমান থানার ফকিরপুরের সেখ পান্নালাল, গোদার আজিমুদ্দিন খান, লাকুড়িডর সেখ ফিরোজ। ধৃতদের কাছ থেকে ৪৯টি ৫০০ টাকার জাল নোট, ৭টি সোনার কয়েন যার ওজন ৪.১৭ গ্রাম এবং পাইপগান ও কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সুপার বলেছেন ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে গোটা চক্রের হদিস পাবার চেষ্টা করা হবে।

শহিদ স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ জানুয়ারি : ডি ওয়াই এফ আই বর্ধমান শহর ২ লোকাল কমিটির উদ্যোগে শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হল শহিদ অরুণ দেবভূতিকে। তিনি ১৯৭১ সালে ঘুড়ির মেলার দিন উত্তরফটকে কংগ্রেসি ঘাতকের হাতে খুন হন। আজ সুভাষপল্লীতে এক সংক্ষিপ্ত সভায় তাঁকে স্মরণ করেন যুবরা। পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সভাপতি নাসির আহমেদ। মাল্যদান করেন গণআন্দোলনের নেতা জনার্দন রায়, নজরুল ইসলাম যুবনেতা অঞ্জন বিশ্বাস ও কাজি সামসুল আয়ুব। বক্তব্য রাখেন গণআন্দোলনের নেতা তাপস সরকার।

হামলা করেও রোখা গেল না সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৮ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ সমবায় অডিটর অ্যাসোসিয়েশনের ৩৬ তম রাজ্য সম্মেলন যোগ দিতে এসে ১৭ জানুয়ারি রাতে বর্ধমানের 'বন্ধন' বিয়েবাড়িতে দুষ্কৃতীদের হাতে প্রহৃত হলেন বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি। ৮ জন প্রতিনিধি আহত হন। আজ কর্মচারী ভবনে দু'দিন ব্যাপী সম্মেলন শুরু হয়েছে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন 'সংগ্রামী হাতিয়ার' পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য। প্রতিবেদন পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক ভাস্কর ভট্টাচার্য। ১২ জুলাই কমিটির নেতা রণজিৎ দত্ত প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে উদার অর্থনীতির বিরুদ্ধে যেমন সজাগ থাকতে বলা হয়েছে তেমনি রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচানোর জন্য সংঘবদ্ধ সংগ্রামের ময়দানে শ্রমিক কর্মচারীদের যোগদানের আবেদন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কর্মচারী আন্দোলনের নেতা শরদিন্দু শেখর মিত্র, প্রণব আইচ ও বিশ্বনাথ দে প্রমুখ। সম্মেলনে মোট ১৭৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। চলবে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। সম্মেলন শুরুর আগে বন্ধন বিয়েবাড়ি থেকে প্রতিনিধিদের একটি মিছিল কর্মচারী ভবন পর্যন্ত যায়।

ঠিকা শ্রমিকদের নতুন মজুরি চালু করার দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১৫ জানুয়ারি : ঠিকা শ্রমিকদের জন্য সম্পাদিত চুক্তি অবিলম্বে প্রয়োগ করার দাবিতে ই সি এল দপ্তর সাঁকতোড়িয়াতে সি আই টি ইউ সহ লেবার ফোরাম, টি ইউ সি সি, অধিকার মঞ্চ একযোগে এদিন বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করল। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে কোল ইণ্ডিয়ার মঞ্চে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চুক্তি সম্পাদিত হয়। ঠিকা শ্রমিকদের নতুন মজুরি হার স্থির হয়। ই সি এল-এ বর্তমানে ২৫ হাজার ঠিকা শ্রমিক কাজ করছেন।

এদিন স্মারকলিপি গ্রহণ করেন ডাইরেক্টর পার্সোনাল এস কে পাত্র। চুক্তি প্রয়োগের দাবিতে জোর আন্দোলনের জন্য আগামী ২৩ জানুয়ারি আসানসোল যৌথ শ্রমিক কনভেনশনের ডাক দিয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলি।

পৌষ সংক্রান্তিতে সদরঘাটে মুরগির লড়াই

পড়ুন পড়ান গ্রাহক হোন

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রকাশিত হয় প্রতি শনিবার

পত্রিকায় মাসের প্রথম সংখ্যা : বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক।
দ্বিতীয় সংখ্যা : শিক্ষা-পরীক্ষা বিষয়ক।
তৃতীয় সংখ্যা : অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতি, কৃষি ও শিল্প বিষয়ক।
চতুর্থ সংখ্যা : সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক—অন্য সংস্কৃতি।
পঞ্চম সংখ্যা : বিবিধ বিষয়ক।

আপনি আমাদের পাঠাতে পারেন

- আপনার মূল্যবান মতামত
- সমসাময়িক ঘটনাবলীর ওপর আপনার প্রতিক্রিয়া
- বিজ্ঞান-জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জনপ্রিয় প্রবন্ধ
- অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে প্রবন্ধ
- শিক্ষা ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে লেখা
- ইতিহাস চর্চা, জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, কৃষি-শিল্প সমস্যা চাষাবাদ প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ে মৌলিক রচনা
- গল্প-কবিতা-ছড়া, রম্যরচনা ও রেখাচিত্র

সব ধরনের লেখার জন্যই আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

- লেখা যেন ৭০০ শব্দের মধ্যে হয়।
- কাগজের উপর ও পাশে যেন মার্জিন থাকে।
- জেরক্স বা কার্বন কপি গ্রহণীয় নয়।
- কপি রেখে লেখা পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোনও লেখা প্রকাশ সম্পর্কে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

☐ আমাদের পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ৫০ টাকা
☐ বছরের যে-কোন সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

নতুন চিঠি

৬২ বি. সি. রোড, বর্ধমান-১

website : natunchithi.co.in, email : weeklynatunchithi@gmail.com

ফোন : (০৩৪২) ২৫৫১৪৫৮, ফ্যাক্স : (০৩৪২) ২৬৬৫০৮৩

আমরা খবর বানাই না, জনমত গড়ি

পঞ্চানন প্রামাণিক-এর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ জানুয়ারি : গোবিন্দপুর অঞ্চলের প্রবীণ শিক্ষক ও সি পি আই(এম)-এর ঘনিষ্ঠ দরদী পঞ্চানন প্রামাণিক (৭৫) আজ সকালে বর্ধমানের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে দীর্ঘদিন ভুগছিলেন। তবে তিনি চিকেনপক্সে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে নার্সিংহোমে দেখতে যান সি পি আই(এম) নেতা জনার্দন রায়, নতুন চিঠি পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য প্রমুখ। এদিন তাঁর মরদেহ সি পি আই(এম) জেলা দপ্তরে নিয়ে এলে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান সি পি আই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ, জেলা সম্পাদক অমল হালদার, অরিন্দম কোঙার, আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, গণেশ চৌধুরী, আভাষ রায়চৌধুরী, উদয় সরকার, আইনুল হক প্রমুখ। তিনি সাতের দশকে সি পি আই(এম)-এর সদস্যপদ লাভ করেন। বার্ধক্যের কারণে তিনি অব্যাহতি নেন। তিনি গোবিন্দপুর অঞ্চলে বাণীমন্দির পাঠাগার সহ বিভিন্ন সামাজিক কাজে যুক্ত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র ও কন্যা বর্তমান। এদিন গোবিন্দপুরেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

চলে গেলেন সমীরণ চৌধুরী

—প্রথম পাতার পর

এখানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান নতুন চিঠি পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, সি পি আই(এম) নেতা অরিন্দম কোঙার, বর্ধমান পুরসভার কাউন্সিলার অরূপ দাস, বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তারকনাথ রায়, সি পি আই(এম) নেতা অপূর্ব চ্যাটার্জী, বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক পার্থ চৌধুরী, সুখেন্দু বিকাশ নন্দী সহ বহু সাংবাদিক ও সহকর্মীরা।

প্রয়াত সমীরণ চৌধুরী বর্ধমানের উদয় অভিযান, অভিযান সাময়িকী, বর্ধমান সমাচার পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও কলকাতা থেকে প্রকাশিত কলেজ স্ট্রিট পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি গল্প, প্রবন্ধ লিখতেন। নতুন চিঠি প্রকাশনার সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক সাময়িকী প্রমিথিউসে গল্প লিখেছেন। তিনি দীর্ঘদিন বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাব ও ওয়েস্টবেঙ্গল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস (পূর্বঞ্চলের) সভাপতি ছিলেন। বর্ধমান প্রেস কর্ণারের জন্য আন্দোলনে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ হল হাওয়া কাটা শব্দ, প্রেম নেই, হৃদয়ের কাছাকাছি।

ঐদিনই কাটোয়ায় তাঁর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৪ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে দুটি কেন্দ্র বারাবনি ও রানিগঞ্জ থেকে ১৮০ জন প্রতিনিধিকে নিয়ে একটি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল গড় পঞ্চকোটে। পাঞ্চেত-এর কোলে গড় পঞ্চকোট পাহাড়ের ঘন সবুজ জঙ্গলে ছড়িয়ে আছে ধূসর ইতিহাস। আড়াই হাজার ফুট উঁচু এবং ১৮ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত গন্ডোয়ানা শিল্পস্তরযুক্ত এই পাহাড়ে অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের। এখানকার পোড়া মাটি ও পাথরের স্থাপত্য প্রায় দু'হাজার বছরের প্রাচীন। প্রকৃতির সঙ্গে সেই ইতিহাসকেও প্রত্যক্ষ করলেন উপস্থিত বিজ্ঞান কর্মীরা। এই শিবির উপলক্ষে বারাবনি বিকাশ কেন্দ্রের উদ্যোগে একটি রঙিন পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়। শিবির পরিচালনা করেন শিক্ষক কল্লোল ঘোষ, প্রসূন রায়, আশিষ রায়, দেবর্ষি চৌধুরী, কৌশিক দাস, বিরাজ গাঙ্গুলী প্রমুখ।

গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি সুশান্ত পাণ্ডেয়, পিতা গুপ্তেশ্বর পাণ্ডেয়, শ্যামালয়, ছোট বালিডাঙা, ছোটনীলপুর, বর্ধমান - ৭১৩১০৩। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম হল দ্যুতি পাণ্ডেয় (DYUTI PANDEY), যা জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত দ্যুতি বিশ্বাস পাণ্ডেয় নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমার কন্যা সর্বত্র DYUTI PANDEY, D/O - SUSHANTA PANDEY নামে পরিচিত হল।

● আমি নুনুয়া মুর্মু, পিতা বাবুই মুর্মু, গ্রাম ও পাঃ - ছোটবেলুন, বর্ধমান। নোটারি পাবলিক বর্ধমানের নিকট ৭ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম হল নুনুয়া মুর্মু যা আমার ভোটার পরিচয়পত্রে নথিভুক্ত আছে কিন্তু রেশন কার্ডে আমার নাম ভুলবশত দিকরী মাঝি নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমি সর্বত্র নুনুয়া মুর্মু নামে পরিচিত হলাম। নুনুয়া মুর্মু ও দিকরী মাঝি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

প্রবীণ বামপন্থী কর্মীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৭ জানুয়ারি : কালেখাঁতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পরপর দুবার বিজয়ী সি পি আই(এম) সদস্য জগবন্ধু সরকারের জীবনাবসান হয় গত ১৬ জানুয়ারি। এলাকার জনপ্রিয় সি পি আই(এম) কর্মী শ্রী সরকার ২০০৩ ও ২০০৮ সালে পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান সি পি আই(এম) নেতা সুব্রত ভাওয়াল, দয়াল ঘোষ, প্রধান শিপ্রা দাস, উপপ্রধান জয়ন্তী কুরি প্রমুখ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি স্ত্রী ও চার কন্যা রেখে গেছেন।

পথদুর্ঘটনায় সি পি আই(এম) কর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : গত ৩ জানুয়ারি সকাল ৮ টায় বর্ধমান শহরের শহিদ রামমুদিপল্লীর বাসিন্দা দামোদর কোল্ডস্টোরেজের কাছে বাইপাশের সার্ভিস রোডে পথ দুর্ঘটনায় কচি ওরাং -এর (৪৮) মৃত্যু হয়।

শহিদ রাম মুদির পর এলাকায় সি পি আই(এম)কে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

এবারের পুর নির্বাচনে তাঁর পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতিবেশীদের ভোটের লাইন থেকে তাড়িয়ে দেয় টি এম সি কর্মীরা।

মৃতদেহ তাঁর বাড়িতে হাসপাতাল থেকে আনার আগে থেকেই অসংখ্য মানুষ জমায়েত হন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর দেহে পার্টির রক্তপতাকা এবং মাল্যদান করেন সি পি আই(এম) জেলার অন্যতম সদস্য কালিশংকর পাল। পার্টি সদস্য, কর্মীরা, পরিবার পরিজন ও প্রতিবেশিরা মাল্যদানে, অশ্রুজলে বিদায় জানান।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৯৩৬ সালের ১৫ জানুয়ারি, এন জি রঙ্গ এবং জয়প্রকাশ নারায়ণ; ২। ২০০৭ সালের ১৫ জানুয়ারি; ৩। জানুয়ারি মাসের তৃতীয় রবিবার; ৪। ভারত-পাকিস্তান, ২০০৪ সালের ১৬ জানুয়ারি; ৫। ১৮৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি পাঞ্জাবের মালের কোটলা নামক স্থানে, ইংরেজরা ৪৯ জন স্বাধীনতাসংগ্রামীকে কামানের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দিয়েছিল; ৬। ১৯৪২ সালের ১৭ জানুয়ারি; ৭। ইউরোপ মহাদেশে, ১৮৭১ সালের ১৮ জানুয়ারি, বার্লিন; ৮। ক্যাপ্টেন কুক, ১৭৭৮ সালের ১৮ জানুয়ারি; ৯। ভবানী সেনগুপ্ত, ১৮ জানুয়ারি ২০১১; ১০। লর্ড আরউইন, ১৯২৭ সালের ১৮ জানুয়ারি; ১১। এডউইন লুটিয়েন্স এবং স্যার হার্বাড বেকার, তিরাশি কোটি টাকা; ১২। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৬ জানুয়ারি, ১৯৩৮।

তৃণমূলিদের নৃশংস হামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, জামুড়িয়া, ১৪ জানুয়ারি : ৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিগেডের সমর্থনে দেওয়াল লিখনের সময়ে সি পি আই(এম) কর্মীদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালালো তৃণমূলি গুণ্ডাবাহিনী। ৮ জন নেতা-কর্মী এই ঘটনায় আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় আখলপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। দু'জনের আঘাত গুরুতর। হামলাকারীরা গাড়িতে করে এসে রঙের কৌটো উল্টে দেয় এবং যেটুকু লেখা হয়েছিল তা নষ্ট করে দেয়। আগ্নেয়াস্ত্রের বাঁট, রড, ভোজালি দিয়ে আঘাত করে।

এদিন আর একটি ঘটনায় কেতুগ্রাম থানার চরকিতে সি পি আই(এম) পার্টি অফিস দখল করতে আসে স্থানীয় নেতা সহ তৃণমূলি কিছু দুষ্কৃতী। অফিসে তখন ৫ জন পার্টিকর্মী ইপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রতিবাদ জানালে দুষ্কৃতীরা ওঁদের ওপর চড়াও হয়। মুহূর্তে এলাকার মহিলা, পুরুষ ও যুবকরা ছুটে আসে। ঘটনাস্থলে পুলিশও আসে। প্রচুর প্রতিবাদী মানুষকে দেখে তৃণমূলিরা সরে পড়ে। অভিযোগ, পুলিশ তাদের পালাতে সাহায্য করে। পুলিশের এই আচরণে স্থানীয় মানুষ ক্ষুব্ধ। কেতুগ্রাম থানায় অভিযোগ করতে গেলে পুলিশ সেই অভিযোগ নেয়নি।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ জানুয়ারি : টগবগ করে ফুটছে তাজা যুবক। ইতিমধ্যেই শরীর চর্চা, তলোয়ার খেলা, ঘোড়ায় চড়া, সাতার কাটা, বক্সিং, কুস্তি লড়া ইত্যাকার ব্যাপারে পারদর্শিতা লাভ করেছেন, সংস্কৃত শাস্ত্র ভালভাবে অভ্যস্ত করেছেন, পাশ্চাত্য দর্শনেও সমুহ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। সঙ্গীতশাস্ত্রও নিজমতো করে ব্যাখ্যা করেছেন নিজস্ব প্রজ্ঞায়। যুবকটি সিমলে পাড়ায় নরেন্দ্রনাথ দত্ত। পরবর্তীতে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ নামে বিশ্বখ্যাত হন। চিকাগো ধর্মসভায় প্রথম বক্তৃতাতেই সারা বিশ্বের সামনে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে তোলেন। আজকের দিনে বিবেকানন্দ নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। যাঁর মূল শ্লোগান 'বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

স্বামী বিবেকানন্দের ১৫২ তম জন্মদিনটিকেই বেছে নিয়েছিলেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির বর্ধমান সদর উত্তর ও দক্ষিণ মহকুমা কমিটি যৌথভাবে তাদের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য। কনকনে ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা সমবেত হয়েছিলেন টাউন স্কুল প্রাঙ্গণে গত ১২ জানুয়ারি। সংঘের পতাকা উত্তোলনের পর প্রতিযোগিতা শুরু হয়। দক্ষিণের সম্পাদক শশধর মিস্ত্রী প্রারম্ভিক ভাবে জানান কী প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে সমিতি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রধান অতিথি অধিক্রম সান্যাল বর্তমান প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন ও বিবেকানন্দের উদ্দীপ্ত বাণী বহন করে শিক্ষক সমাজকে এগিয়ে চলার আহ্বান জানান। ৩০ টি বিভাগে দেড় শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। মধ্যাহ্ন সূর্য অধোগমনের আগেই পুরস্কার বিতরণ পর্ব সারা হয়ে যায়। জেলা সম্পাদক সুদীপ্ত গুপ্ত সহ আরো অনেক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রধান শিক্ষক সুজয় রায়। উদ্বোধক ছিলেন যোগব্যায়াম বিশারদ পীযুষকান্তি পান।

সেটেলমেন্ট কর্মীদের উদ্যোগে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতি বর্ধমান জেলা শাখার উদ্যোগে সম্প্রতি বিদ্যার্থী ভবন উচ্চ বালক বিদ্যালয়ে কর্মচারী ও পরিবার পরিজনদের নিয়ে সারাদিনব্যাপী ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ছোটদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি প্রতিযোগিতা ছাড়াও লেবু দৌড়, অঙ্কদৌড়, উইকেটে বলছোড়া, মিউজিক্যাল চেয়ার, চোখবেঁধে হাড়ি ফাটানো প্রভৃতি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩৭৫ জন কর্মচারী ও তাঁদের পরিবার এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্ব গণেশ রায়, সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্ব শুভাশিস চক্রবর্তী ও জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ দাস। কৃতীদের এদিন পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে গণযাদু পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাধব ঘোষ, অলোক ভৌমিক, বেণীমাধব ব্যানার্জী।

উপস্থিত ছিলেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক বিশ্বনাথ দে, যুগ্ম-সম্পাদক করালী চ্যাটার্জী। পুরস্কার বিতরণের পূর্বে সমিতির প্রাক্তন নেতৃত্বদের সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনা জানান সমিতির প্রবীণ নেতৃত্বদ্বয় প্রণব আইচ ও দিবাকর মিরবহর। এই কর্মসূচিকে ঘিরে কর্মচারী ও তাদের পরিবার পরিজনদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

ডাক বিভাগ ও ডাক কর্মী বন্ধুদের প্রতি

আমাদের বহু গ্রাহক অভিযোগ করছেন যে, পত্রিকা সঠিক সময়ে পাচ্ছেন না। কখনও কখনও দু-তিনটি সংখ্যা একসঙ্গে পাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ পাচ্ছেনও না। ডাককর্মী বন্ধুদের প্রতি আমাদের আবেদন, গ্রাহকদের সময়ে পত্রিকা দিয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

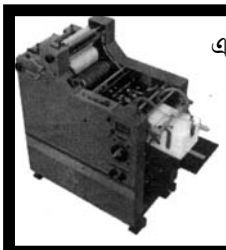

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজড্ কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫, ৩০০০১১৩

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা